দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: ... পৃষ্ঠা: ৭ কলাম: ৫

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পদ সৃষ্টির আবেদন

শিক্ষা ছাড়া যেমন উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছাড়াও উন্নততর শিক্ষা কল্পনা করা যায় না। তাই আমাদের দেশের শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার থাকা একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়ের হৃদপিণ্ডরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদ সৃষ্টিসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ করা। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন করতে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালনা অর্থাৎ গ্রন্থাগারের যাবতীয় সংগ্রহ পাঠকের পাঠোপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব ওই কোর্স সম্পন্নকারী ব্যক্তির পক্ষেই। এখানে একাডেমিক শিক্ষার সকল সার্টিফিকেট দ্বিতীয় বিভাগের না হলেও চলে। বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে আইন করা হয়, তা সহকারী লাইব্রেরীয়ানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অথচ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে একটি তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য এ অবস্থায় ২০০০ এবং তার আগে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বেলায় সহকারী লাইব্রেরীয়ান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি তৃতীয় বিভাগ শিথিল করার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ মোফাজ্জল হোসেন খান,
গ্রাম: আদিয়াবাদ পূর্বপাড়া,
ডাকঘর: রাধাগঞ্জ বাজার,
উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী।